ইউনিট ১

সৃষ্টির ইতিহাস ও মানুষের অবাধ্যতার ফল

ভূমিকা

ঈশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। এই পৃথিবী আকাশমণ্ডল, মাটির গভীর তলদেশ বা সমুদ্রের গভীরে যা কিছু আমরা দেখি বা না দেখি সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। আমাদের বাইবেলে প্রথমেই লেখা আছে, "আদিতে ঈশ্বর আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন"। ঈশ্বরের এই সৃষ্টি নিখুঁত ও উত্তম হয়েছে।

ঈশ্বর সমস্ত জগৎ একসঙ্গে সৃষ্টি না করে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। প্রতি পর্যায়কে "দিন" বলেছেন। ঈশ্বর এক এক দিনে এক এক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন জিনিস সৃষ্টি করেছেন। সপ্তম দিবসে তিনি বিশ্রাম করেছেন। এ জন্যই ঈশ্বর সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ ও পবিত্র করলেন। এই দিনকে বলা হয় "বিশ্রাম দিবস"।

সব সৃষ্টির শেষে তিনি মাটি দিয়ে প্রথম মানুষ আদমকে সৃষ্টি করেন। পরে আদমের পাঁজরের একটি অস্থি দিয়ে প্রথম নারী হবাকে সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর তাদেরকে এদোন বা এদেন নামক একটি পরম শান্তিময় স্থানে বাস করতে দিলেন। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে ঈশ্বরের সাথে তাদের বন্ধুত্ব ও নিবিড় সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেললেন। ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন।

ঈশ্বর তো আদম ও হবাকে ঐশ্বরিক শক্তি এবং সুখ-শান্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তো ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েই পাপ করেছে; ফলে তাদের পতন ঘটেছে। মানুষ তো আদি পিতা-মাতা আদম ও হবারই সন্তান। তারাও কি পাপ-অন্যায় ও অসৎ জীবন-যাপন করে নিজেদের আত্মা ও জীবনকে কুলসিত করবে? সংসার ও মানব জীবনের সুখ-শান্তিকে বিনষ্ট করে নরকে যাবে, না স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবে? ঈশ্বর মানুষকে যথেষ্ট বিবেক-বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়েই স্বাধীন মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি চান মানুষ যেন সৎ, পবিত্র ও ন্যায়-পরায়ণ জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে আমরন তাঁর বন্ধু ও সন্তান হয়েই জীবন কাটায়। আর মৃত্যুর পর স্বর্গের অনন্ত সুখ লাভের অধিকারী হতে পারে।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে দুইটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ১.১ সৃষ্টি ও মানব জাতির উৎপত্তি
পাঠ- ১.২ আদম ও হবা আমাদের আদি পিতা-মাতা, এদোন-উদ্যানে তাঁদের জীবন-যাপন ও পতন

পাঠ ১.১

সৃষ্টি ও মানব জাতির উৎপত্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ঈশ্বরের সৃষ্টির কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার কথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ঈশ্বরের অসীম শক্তির কথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ঈশ্বর যে নিজ বাক্যের মাধ্যমে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ঈশ্বর পর্যায়ক্রমে কোন দিন কি সৃষ্টি করলেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সৃষ্টির সাত দিন

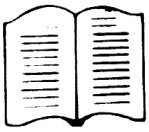

ঈশ্বরের সৃষ্টির কাহিনী অত্যন্ত চকমপ্রদ ও আশ্চর্যময়। আদিতে পৃথিবী ছিল ঘোর অন্ধকার ও শূন্য অবস্থায়। ঈশ্বর পৃথিবীর এই অবস্থার আশ্চর্য রকম পরিবর্তন ঘটালেন। তিনি কেবলমাত্র তাঁর মুখের কথা দিয়ে পৃথিবীর পরিবর্তন বা সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত করলেন। তিনি যেমনটি বললেন, ঠিক তেমনটিই ঘটলো। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান।

'শাস' থেকে শিক্ষা

১ম দিন : ঈশ্বর বললেন, "আলো হোক" আর তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে আলো হল। তিনি আলোকে অন্ধকার হতে পৃথক করলেন। ঈশ্বর আলোকে দিন ও অন্ধকারকে রাত্রি (রাত) নাম দিলেন।

২য় দিন : ঈশ্বর বললেন, "উপরে আকাশ-মণ্ডল সৃষ্টি হোক"। আর সঙ্গে সঙ্গে তাই হল। তিনি তাঁর নাম দিলেন "আকাশ"।

৩য় দিন : তৃতীয় দিনে ঈশ্বর বললেন, "পৃথিবীর জলরাশি একদিকে সঞ্চিত হোক, আর মাটি একদিকে সঞ্চিত হোক"।' আর তা-ই হলো। ঈশ্বর মাটির নাম রাখলেন- "পৃথিবী" আর সঞ্চিত বৃহৎ জলরাশির নাম রাখলেন- "সাগর-মহাসাগর"। ঈশ্বর পরে বললেন, "এই পৃথিবী ঘাস, গাছ-পালা, সুন্দর সুন্দর তরুরাজি ও ফুল-ফলে ভরে যাক"। ফলে সব কিছুই উৎপন্ন হলো। আর আমরা দেখছি প্রতিটি জিনিস তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের বংশ-বৃদ্ধি করে যাচ্ছে।

৪র্থ দিন : ঈশ্বর বললেন, "আকাশে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও তারকারাজি সৃষ্টি হোক" তাই হলো উপরে কি সুন্দর আকাশ! বিচিত্র নক্ষত্র রাজি দ্বারা আকাশ-মণ্ডল সুশোভিত হল।

৫ম দিন : ঈশ্বর বললেন, "জলে নানা জাতীয় মাছ ও আকাশে নানা প্রকার পাখি সৃষ্টি হোক"।' তাই হলো। নানা প্রকার জলচর ও খেচর প্রাণী সৃষ্টি হয়ে গেল।

৬ষ্ঠ দিন : ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর বললেন, "পৃথিবীতে নানা জাতের পশু ও জীব-জন্তু হোক"। সঙ্গে সঙ্গে তা-ই হলো। ঈশ্বরের পরিকল্পনা হিসাবে তারা প্রতিনিয়ত বংশ বিস্তার করে যাচ্ছে, আর সৃষ্টির কাজ অবিরাম চলছে। ঈশ্বর এইভাবে তাঁর সৃষ্টির কাজ শেষ করে সর্বশেষে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে মানুষ সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির শেষে ঈশ্বর নিজের কাজ দেখে মনের আনন্দে বলে উঠলেন, "সকলই সুন্দর হয়েছে"।

৭ম দিন : সপ্তম দিনে ঈশ্বর সব কাজ বন্ধ করলেন। সপ্তম দিনটিকে তিনি বিশ্রাম দিন হিসাবে পবিত্র করলেন। এ দিন বিশ্রামের দিন, এ দিন ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রশংসার দিন। এ দিন পবিত্র দিন।

মনে রাখুন: ঈশ্বর ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনিই অদ্বিতীয়, তিনিই একমাত্র আরাধ্য। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সবকিছু ও সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. আদিতে পৃথিবী ছিল–
   (ক) আলোতে জ্বলমল
   (খ) হিংস্র জীব-জন্তুতে পরিপূর্ণ
   (গ) বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ
   (ঘ) ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শূন্য

২. পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে–
   (ক) প্রাকৃতিক নিয়মে
   (খ) বিজ্ঞানের প্রযুক্তিতে
   (গ) নবীদের দ্বারা
   (ঘ) ঈশ্বরের পরিকল্পনায়

৩. ঈশ্বর প্রথম দিনে সৃষ্টি করলেন–
   (ক) আকাশের পাখি
   (খ) মানুষ
   (গ) আকাশ ও সাগর
   (ঘ) দিন ও রাত

৪. ছয় দিন সৃষ্টির কাজ শেষ করে ঈশ্বর সর্বশেষে সৃষ্টি করলেন–
   (ক) দূতগণকে
   (খ) নবীদেরকে
   (গ) মানুষকে
   (ঘ) পশু-পাখিকে

৫. ঈশ্বর সপ্তম দিনকে নির্দিষ্ট করলেন–
   (ক) ভোজের দিন রূপে
   (খ) বিশ্রামের দিন ও পবিত্র দিন রূপে
   (গ) কাজের দিন রূপে
   (ঘ) আমোদ-প্রমোদের দিন রূপে

পাঠ ১.২

আদম ও হবা আমাদের আদি পিতা-মাতা, এদোন-উদ্যানে তাঁদের জীবন-যাপন ও পতন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মানুষের আদি পিতা-মাতা কে তা বলতে পারবেন;
- ঈশ্বর মানুষকে কিভাবে সৃষ্টি করলো তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানুষ প্রথম কোথায় ও কি অবস্থায় ছিলেন তা বলতে পারবেন এবং
- মানুষের পাপ ও পতনের বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

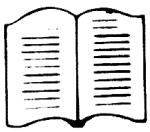

আদিতে যখন কিছুই ছিল না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই শুধু মুখের কথা দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করলেন। তিনি শুধু বললেন- এটা হোক, ওটা হউক, আর তা-ই হলো। ছয় দিনে তিনি পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলের সবকিছু সৃষ্টি করলেন। পরিশেষে ঈশ্বর আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হবাকে সৃষ্টি করলেন।

সমস্ত সৃষ্টির পর ঈশ্বর পৃথিবীর ধূলিকণা বা মাটি দিয়ে আদম নামে এক পুরুষকে সৃষ্টি করলেন এবং ফু দিয়ে তাঁর ভিতর প্রাণবায়ু প্রবেশ করালেন। তাতে মানুষ শরীর ও আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। এই আদমই হলেন সমস্ত মানুষের আদি-পিতা।

তারপর ঈশ্বর দেখলেন, মানুষের একা থাকা ভাল নয়। তিনি ভাবলেন- তাঁর একজন সহকারিনী দরকার। তাই, ঈশ্বর আদমকে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করলেন। আদম যখন ঘোর নিদ্রায় মগ্ন, তখন ঈশ্বর আদমের একটি পাঁজর- অস্থি তুলে নিলেন এবং পাঁজরের শূন্য স্থানটি মাংস দ্বারা পূর্ণ করলেন। ঈশ্বর এবার আদমের সেই পাঁজর অস্থি দ্বারা একজন সুন্দর নারী সৃষ্টি করলেন। তিনি তাকে আদমের নিকট আনলেন। আদম তাঁর একজন সঙ্গিনী পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। আদম তাঁর নাম রাখলেন হবা।

ঈশ্বর আদম এবং হবাকে এদোন নামক এক অতি মনোরম বাগানে রাখলেন। ঈশ্বর আদম ও হবাকে এদোন-উদ্যানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করবার অধিকার দিলেন। কিন্তু আদেশ করে বললেন, "তোমরা বাগানের সব ফল-মূল খেও, কিন্তু বাগানের মাঝখানের ঐ গাছটির ফল খেও না। উহা খেলে তোমাদের পতন ঘটবে, আর তোমরা মারা যাবে বা মৃত্যুর অধীন হবে"।

তখন শয়তান সাপের আকার নিয়ে হবাকে প্রলোভন দেখিয়ে সেই নিষিদ্ধ গাছটির একটি ফল এনে খেতে দিন। সাপ বললো, "তোমরা এটা খেলে তোমাদের মৃত্যু হবে না, আর তোমরা ঈশ্বরের মত হয়ে উঠবে। হবা সর্প-রূপী শয়তানের প্রলোভনে পড়লেন; তিনি ঈশ্বরের অবাধ্য হলেন, লোভ করলেন ও অহংকারী হলেন। তিনি নিষিদ্ধ ফল খেলেন এবং আদমকেও খেতে দিলেন। আদমও কিছু জিজ্ঞাসা না করেই নিষিদ্ধ ফল খেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা পাপে পতিত হলেন। তাদের পতন ঘটলো। অর্থাৎ; তাঁরা ঐশ্বরিক জীবন হারিয়ে মৃত্যুর অধীন হলেন।

এইবার তাঁরা লজ্জায় ও ভয়ে ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। ঈশ্বর তাদের ডেকে বললেন, "আদম তুমি কোথায়"? আদম বললেন, "প্রভু, এই যে আমি, আপনার ভয়ে ও লজ্জায় ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছি। কারণ, আমি আপনার অবাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছি। হবা আমাকে খেতে দিয়েছে"। ঈশ্বর বললেন, "হবা, তুমি এ কি করলে"? হবা বললেন, "প্রভু, আমি তো খেতে চাইনি। সাপের আকার নিয়ে ঐ শয়তান আমাকে খাইয়েছে"। তখন ঈশ্বর সাপকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, "তুমি সকল জীব-জন্তুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অভিশপ্ত। তুমি এখন থেকে বুকে ভর দিয়েই চলবে; আমি নারী ও তার বংশ ধরের মধ্যে চিরদিনের শত্রুতা সৃষ্টি করবো এবং সে তোমার মস্তক চূর্ণ করবে"। হবাকে বললেন, "হবা, তোমার পাপের জন্য তুমি সন্তান প্রসবের অধীন হলে এবং সন্তান প্রসবের সময় তীব্র যন্ত্রনা ভোগ করবে। এই প্রসব যন্ত্রনা পৃথিবীর সব কষ্টের চাইতে অধিক কষ্টদায়ক ও তীব্য হবে"। আদমকে বললেন, "আদম, এখন থেকে তুমি চাষাবাদের কাজ করবে ও কঠোর পরিশ্রম করবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমার প্রতিদিনের আহার যোগাড় করবে। এখন তোমরা এই এদোন-উদ্যান থেকে বেরিয়ে যাও। পৃথিবীতে গিয়ে নিত্যদিনের কষ্ট ও দুঃখ-যন্ত্রনার মধ্যে জীবন-যাপন কর। আর তোমরা ধূলিতে তৈরি, তাই ধূতিলেই পরিণত হবে"।

সুতরাং আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হবা পাপ করে এদোন-উদ্যানের স্বর্গীয় জীবন ও পরম সুখ-শান্তি হারিয়ে দুঃখ-কষ্ট ও পাপ-প্রলোভনে পৃথিবীতে বিতাড়িত হলেন। এই পতনের ফলে তাঁরা এবং তাঁদের বংশধর সকল মানুষ আদি পাপে কলঙ্কিত হল। মানুষ মৃত্যুর অধীন হল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করলেন–
(ক) মাটি দিয়ে
(খ) কথা দিয়ে
(গ) ফুঁ দিয়ে
(ঘ) পাথর দিয়ে

২. ঈশ্বর হবাকে সৃষ্টি করলেন–
(ক) কাদা দিয়ে
(খ) মাটি দিয়ে
(গ) আদমের পাঁজরের হাড় দিয়ে
(ঘ) হাতের কৌশলে

৩. তিনি আদমের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করলেন–
(ক) পানি দিয়ে
(খ) বিশেষ কথা দিয়ে
(গ) ফুঁ দিয়ে
(ঘ) দূতের দ্বারা

৪. আদম-হবা পাপে পতিত হয়েছিলেন –
(ক) নিষিদ্ধ ফল খেয়ে
(খ) শয়তানের কাছে গিয়ে
(গ) নিজেরা ঝগড়া করে
(ঘ) অবহেলা করে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ঈশ্বর ১ম, ২য় ও ৩য় দিনে কি সৃষ্টি করেছিলেন তা লিখুন।
২. ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ দিনে ঈশ্বর কি কি সৃষ্টি করেছিলেন?
৩. আদম ও হবাকে ঈশ্বর কিভাবে সৃষ্টি করেছিলেন?
৪. আদম হবার অবাধ্যতার ফল যা হয়েছিল তা বর্ণনা করুন।
৫. আদম হবাকে ঈশ্বর কিভাবে এদোন বাগান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন- তা লিখুন।
৬. সপ্তম দিনকে ঈশ্বর কি বলেছেন? এর অর্থ কি?